সমাস-০১

তানহি খান তানহা

বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন

নীলকর কোন সমাসের দৃষ্টান্ত -৪৬ বিসিএস

কৃদন্ত পদের পুর্বপদের নাম কি? -৪৫ বিসিএস

যথারীতি কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? -৪৪ বিসিএস

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? -৪৩ বিসিএস

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? -৪২ বিসিএস

উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? -৪১ বিসিএস

কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ -৩৯ বিসিএস

'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাস -৩৮ বিসিএস

'জলে-স্থলে' কোন সমাস -৩৭ বিসিএস

'বিস্ময়াপন্ন' কোন সমাসের ব্যাসবাক্য -৩৭ বিসিএস

বহুব্রীহির উদাহরণ কোনটি? -৩৬ বিসিএস

'জজ সাহেব' কোন সমাস? -৩৫ বিসিএস

P2A

সমাস

সম + √অস্ + অ

মিলন, সংক্ষেপণ, একপদীকরণ

সমাস সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর সংজ্ঞা

সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা

(i) পূর্বপদ
(ii) পরপদ, উত্তরপদ
(iii) ব্যাসবাক্য
(iv) সমস্যমান পদ
(v) সমস্তপদ

P2A

সমাসের প্রকারভেদ

দ্বন্দ্ব সমাস	দ্বিগু	কর্মধারয়
তৎপুরুষ	অব্যয়ীভাব	বহুব্রীহি

যে পদ প্রধান

মা-বাপ - চা-বিস্কুট-	নীল আকাশ- সিংহাসন-
বিড়ালচোখী- বীণাপাণি-	বিয়েপাগলা- রাতকানা-
নিরামিষ- আপাদমস্তক-	চৌরাস্তা- ত্রিভুবন-

P2A

প্রকারভেদ

অব্যয়ীভাব – পূর্বপদ

দ্বন্দ্ব সমাস - উভয়পদ

বহুব্রীহি - কোন পদের অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে ৩য় কোন অর্থ প্রাধান্য পাবে।

দ্বিগু - পরপদ

তৎপুরুষ – পরপদ

কর্মধারয় - পরপদ

বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাস ৪ প্রকার।

- দ্বন্দ্ব সমাস - উভয়পদ ✓
- তৎপুরুষ - পরপদ ✓
- অব্যয়ীভাব - পূর্বপদ ✓
- বহুব্রীহি - কোন পদ নয় (অন্য অর্থ)

P2A

বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?

তৎপুরুষ

দ্বন্দ্ব সমাস

জোড়া, যুগল, যুগ্ম, মিলন

দুটো পদ বিদ্যমান (উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য)

বাবা-মা = বাবা ও মা

টেবিল-চেয়ার = টেবিল ও চেয়ার

১. মিলনার্থক শব্দযোগে:	মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে:	দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে:	আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে:	হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, নাক-মুখ
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে:	সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ
৬. সমার্থক শব্দযোগে:	হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে:	কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর
৮. দুটি সর্বনামযোগে:	যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে:	দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া
১০. দুটি ক্রিয়াবিশেষণযোগে:	ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে
১১. দুটি বিশেষণযোগে:	ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া

অলুক দ্বন্দ্ব

যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে।

যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

বহুপদী দ্বন্দ্ব

তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে **বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

যেমন: সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ, টক-ঝাল-মিষ্টি।

একশেষ দ্বন্দ্ব

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস: যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির মধ্যে একটিই অবশিষ্ট থাকে, অন্য পদগুলি লোপ পায় এবং ঐ একমাত্র পদটির বহুবচনের রূপের সাহায্যে সমস্তপদটি গঠন করা হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে।

- অথবা যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদটি একটিমাত্র সমস্যমান পদের বহুবচনের রূপের সাহায্যে গঠিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। একটিমাত্র পদ শেষ বা অবশিষ্ট থাকে বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

  সে, তুমি ও আমি - আমরা

  সে ও তুমি = তোমরা

  সে ও তুই = তোরা

  কাকা, জ্যাঠা ও বাবা = বাবারা

  ব্যাখ্যা: প্রথম উদাহরণটি একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাক। দেখুন 'আমি', 'তুমি' ও 'সে' এই তিনটি সমস্যমান পদ। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে 'তুমি' ও 'সে' পদ দুটি নেই, লোপ পেয়েছে। শুধু আমি' পদটি সরসরি নেই, পদটিকে বহুবচন করে 'আমরা' করা হয়েছে।

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্য

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি

১: সমস্তপদে একটিই সমস্যমান পদ অবশিষ্ট থাকে, অন্য পদগুলি লোপ পায়।

২: অবশিষ্ট পদটির বহুবচনের রূপের দ্বারা সমস্তপদ গঠিত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাস

(নিপাতনে সিদ্ধ)

- অহর্নিশ = অহঃ ও নিশা *
- কুশীলব = কুশ ও লব
- অহোরাত্র = অহঃ ও রাত্রি *
- দিবারাত্র = দিবা ও রাত্রি *
- দম্পতি = জায়া ও পতি

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নিচের কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ নয় ?

ক) কাগজে-কলমে

খ) মায়ে-ঝিয়ে

গ) দেশে-বিদেশে

ঘ) ছেলে-মেয়ে

দ্বিগু সমাস

সমাহার বা সমষ্টি বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে **দ্বিগু সমাস** বলে।

দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী

তবে অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

দ্বিগু সমাস

ত্রিকাল

চৌরাস্তা

শতাব্দী

পঞ্চবটী (অশ্বত্থ-বট-বিল্ব-আমলকী ও অশোক-এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের অরণ্য

ত্রিপদী

ত্রিফলা

সপ্তাহ

পঞ্চনদ

পঞ্চভূত

ষড়ঋতু

প্রশ্নোত্তর পর্ব

দ্বিগু সমাসের দৃষ্টান্ত কোনটি?

ক) দশানন

খ) চৌচালা

গ) ত্রিনয়ন

ঘ) পঞ্চানন

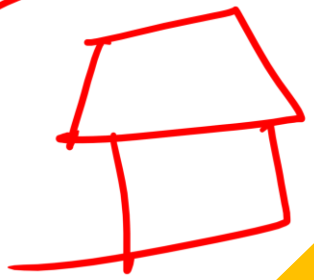

P2A

দ্বিগু সমাস ??

তেপায়া –

বারহাতি –

দোনলা –

সেতার –

দশরথ –

দশানন –

দশভুজা –

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নিচের কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ?

ক) দুজন

খ) তেপান্তর

গ) সেতার

ঘ) দশদিগন্ত

P2A

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ের ভাব বর্তমান

পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ

পরপদে বিশেষ্য থাকে

অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য

নিরামিষ-

পরপদে বিশেষ্য থাকে

আ হা অতি নির পর অনু উপ প্রতি যথা উৎ

এই ১০টি অব্যয়সূচক শব্দ কোনো শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা প্রভাবিত করলে তা অব্যয়ীভাব সমাস।

অব্যয়ীভাব সমাস

যথাসময় – সময়কে অতিক্রম না করে

আমরণ – মরণ পর্যন্ত

আরক্তিম – ঈষৎ রক্তিম

নিরামিষ – আমিষের অভাব

আপাদমস্তক – পা থেকে মাথা পর্যন্ত

নির্ভাবনা – ভাবনার অভাব

অনুগমন – পশ্চাৎ গমন

উপকণ্ঠ – কণ্ঠের সমীপে

উপনদী – ক্ষুদ্র নদী

উপশহর – শহরের সদৃশ

প্রতিচ্ছায়া – ছায়ার প্রতিনিধি

উদ্বেল – বেলাকে অতিক্রান্ত

কোন অর্থে তা জানতে হবে

- কণ্ঠের সমীপে= উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে= উপকূল
- বিপ্সা (অনু, প্রতি)
- অভাব (নিঃ= নির)
- পর্যন্ত (আ)
- সাদৃশ্য (উপ)
- অনতিক্রম্যতা (যথা)
- অতিক্রান্ত (উৎ)
- বিরোধ (প্রতি)

পশ্চাৎ (অনু)

- ঈষৎ (আ)
- ক্ষুদ্র অর্থে (উপ)
- পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম)
- দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর)
- প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি)
- প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি)
- সম্পর্ক অর্থে (সম,বিষয়)
- যোগ্যতা অর্থে (অনু)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

উদ্বেল শব্দটি কী অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়েছে?

ক) আবেগ অর্থে

খ) বীপ্সা অর্থে

গ) সামীপ্য অর্থে

ঘ) অতিক্রম অর্থে

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব?

ক) আরক্তিম

খ) আজীবন

গ) আনত

ঘ) আমূল

কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে।

কর্মধারয় সমাস

অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসকে **তৎপুরুষ সমাসের** অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

- সাধারণ কর্মধারয় ✓
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ✓
- উপমান কর্মধারয় ✓
- উপমিত কর্মধারয় ✓
- রূপক কর্মধারয় ✓

P2A

সাধারণ কর্মধারয়

ক. বিশেষণ + বিশেষ্য = কাঁচকলা, রাঙামাটি, নীলপদ্ম, ঝরাপাতা

খ. বিশেষণ + বিশেষণ = চালাকচতুর, ক্ষতবিক্ষত, টকঝাল

গ. বিশেষ্য + বিশেষণ = আলুসিদ্ধ, বেগুনভাজা, হলুদবাটা, নরাধম, নরোত্তম

ঘ. বিশেষ্য + বিশেষ্য = দাদাভাই, ঠাকুরমশাই, ডাক্তারসাহেব, দাদাশ্বশুর

P2A

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহ চিহ্নিত আসন-

মানিব্যাগ =

সাহিত্যসভা=

স্মৃতিসৌধ =

ঘরজামাই=

ঘিভাত =

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** সমাস বলে।

P2A

উপমান

উপমেয়

- **উপমান** =**'উপমা'** শব্দের অর্থ তুলনা। যার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে।

- **উপমেয়/উপমিত** = যাকে **তুলনা করা হয়** তাকে উপমেয়/উপমিত বলে।

- **সাধারণ ধর্ম:** লম্বা

মেহেদি মাহমুদের চেয়ে লম্বা

উপমান

উপমান কর্মধারয়

(বাস্তব তুলনা বুঝাবে)

শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত

কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো

রক্তের ন্যায় লাল = রক্তলাল

বরফের ন্যায় সাদা = বরফসাদা

সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলে।

উপমিত কর্মধারয়

অবাস্তব তুলনা বুঝাবে

চরণকমল –

মুখচন্দ্র –

বাহুলতা –

সিংহপুরুষ-

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটি ব্যাসবাক্য বা সমস্তপদে থাকে না, বরং অনুমান করে নেওয়া হয়। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।

রূপক কর্মধারয়

(অদৃশ্যমান+দৃশ্যমান)

বিদ্যাধন =

বিষাদসিন্ধু =

মনমাঝি =

পরানপাখি-

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে **রূপক কর্মধারয়** সমাস হয়।

এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে ও উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়

চাদমুখ, চন্দ্রমুখ, মুখচন্দ্র

চাঁদমুখ	চাঁদ রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত- বাঙ্গালা ব্যাকরণ)
	চাঁদের মত/ন্যায় মুখ	• উপমিত কর্মধারয়(সূত্র: ড. মুহাম্মদ এনামুল হক প্রণীত ব্যাকরণ মঞ্জরী) • উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
চন্দ্রমুখ	চন্দ্র রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় সমাস
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার	বহুব্রীহি সমাস (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ।
মুখ চন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকারণ।)
	মুখ চন্দ্রের তুল্য	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড.হায়াৎ মাহমুদ প্রণীত-ভাষা শিক্ষা)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘হারামণি’ কোন সমাস?

ক) দ্বিগু

খ) তৎপুরুষ

গ) কর্মধারয়

ঘ) অব্যয়ীভাব

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

ক) চাঁদমুখ N+N (উপমিত)

খ) পরানপাখি (রূপক)

গ) হিমশীতল (উপমান)

ঘ) বকধার্মিক (উপমান)

adj

N+adj

সঠিক

প্রশ্নোত্তর পর্ব

উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

ক) পদ্মলোচন

খ) সোনামুখ

গ) নিমতিতা

ঘ) হরিণচপল

ধন্যবাদ

- চারবেদ - ঋক, সাম, যজু, অথর্ব।
- চারযুগ - সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি।
- চতুর্বর্গ - ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।
- চতুরঙ্গ সেনা - হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক।
- চতুর্ধাম - রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ, দ্বারকানাথ।
- চতুরাশ্রম - ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস।
- চতুর্বর্ণ - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।
- পঞ্চনদী - কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা।
- পঞ্চনদ - ঝিলম বা বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু।
- পাঁচফোড়ন - মৌরি, মেথি, কালোজিরে, জিরে, রাঁধুনি।
- পঞ্চবটী - অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী, অশোক।
- পঞ্চভূত - ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুত, ব্যোম।
- পঞ্চরত্ন - নীলকান্ত, হীরক, পদ্মরাগ, মুক্তা, প্রবাল।
- পঞ্চশস্য - ধান, যব, মাষ, তিল, মুগ।
- পঞ্চামৃত - দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।
- পঞ্চপল্লব - আম, অশ্বত্থ, পাকুড়, বট, যজ্ঞডুমুর।
- পঞ্চপাণ্ডব - যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব।
- পঞ্চকন্যা - অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী।
- পঞ্চ ইন্দ্রিয় - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

- ছয়ঋতু - গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।
- ষড়ঙ্গ - দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র, গোময়, গোরোচনা।
- ষড়রিপু - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য
- সাতসমুদ্র - লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, স্বাদূদক।
- সপ্তস্বর্গ – ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বলোক, জনলোক, মহর্লোক বা মহোলোক, তপর্লোক, সত্যলোক।
- সপ্তপাতাল – অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।
- সপ্তধাতু(আয়ুর্বেদ)- বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, শুক্র, মাংস, অস্থি।
- সপ্তর্ষি - মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ।
- সুরসপ্তক - সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।
- সপ্তকাণ্ড রামায়ণ - আদি বা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা বা যুদ্ধ, উত্তরা।
- সপ্তরথী - দ্রোণাচার্য, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন।

- অষ্টধাতু - স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য, ত্রপু, সীসক, লৌহ।
- অষ্টকাল - প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, অপরাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি, নিশান্তক।
- নব(নয়)
- নবগ্রহ (পৌরাণিক) - সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।
- নবরত্ন - ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি।
- নবদুর্গা - শৈলপুত্রী বা পার্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা।
- নবরস - আদি বা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত।
- নব গুণ - আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান।
- নব শাখ - তাঁতি, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, তিলি, ময়রা।

- **একাদশরুদ্র** - অজ, একপাদ, অতিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর।
- **বারোমাস** - বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।
- **বারো রাশিচক্র** - মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন
- **চতুর্দশমনু** - সায়ম্ভুব, সাবর্ণ, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি।
- **চতুর্দশ ভুবন** – সপ্তস্বর্গ (ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বলোক, জনলোক, মহর্লোক বা মহোলোক, তপর্লোক, সত্যলোক) ও সপ্তপাতাল (অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল)।
- **ষোলকলা** - প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা।